আজকের কাগজ

তারিখ .. 25 OCT 1993
পৃষ্ঠা.... 8 ....কলাম... 6...

18 ২০/

শিক্ষা সঙ্কট ঃ ভর্তি সমস্যা ঃ একটি প্রস্তাব

আহমদ শরীফ

সরকারী অবহেলা সত্ত্বেও রাজনীতিকদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও এবং নিঃস্ব, নিরন্ন অজ্ঞ-অনক্ষর প্রান্তিক চাষী, ক্ষেতমজুর এবং বিভিন্ন তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র পেশাজীবীর অনীহা সত্ত্বেও দেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে, শিক্ষিতের হার বাড়ছে, বাড়ছে সাক্ষরতাও। আর জনসংখ্যা তো বেড়েই চলেছে। হিসেব না করেও নিঃসংশয়ে বলা চলে এখন বাংলাদেশের মতো দরিদ্র অনুন্নত এবং সামরিক-অসামরিক মুৎসুদ্দী শাসিত রাষ্ট্রে এ মুহূর্তে যত শিক্ষিত লোক আছে, ব্রিটিশ ভারতে এর দশভাগের এক ভাগও ছিল না। প্রমাণ ব্রিটিশ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষার ফল সম্পৃক্ত বার্ষিক ক্যালেন্ডারগুলো। এ কোন ব্যক্তিক-সামাজিক প্রয়াস প্রযত্ন প্রসূন নয়। এ হচ্ছে দেশ-কাল নিয়ন্ত্রিত মানুষের জীবন-জীবিকার চাহিদা সঞ্জাত। একাল জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তির কাল। এ যন্ত্র-নির্ভর যুগেও যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত জগতে বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা-সম্পর্ক-সম্বন্ধ প্রসারের দরুন মর্ত্যজীবনবাদী মানুষ কালের ও জীবনের দাবি অস্বীকার করতে পারেনি। এক অবচেতন উপযোগ বুদ্ধিবশে মানুষ যথাকালে যথা প্রয়োজনে যথাস্থানে যথাকাজে যথা উদ্যম ও যথা উদ্যোগ নিয়ে যথা আয়োজনে মেতে ওঠে। আমাদের চোখেই দেখলাম, নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রচার-প্রচারণা ছাড়াই লোকে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়েছে, শিক্ষা ও পর্দা সম্বন্ধে মানসিক বাধা অপসারিত হয়েছে। এখনো যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা শিক্ষা ক্ষেত্রে কম, তা স্থানিক ও আর্থিক বাধার কারণে। কাছে বিদ্যালয় না থাকলে দূরে পরের বাড়িতে রেখে মেয়েদের পড়তে দেয়ার মতো শাস্ত্রিক-সামাজিক নীতি-নিয়মের অনুপস্থিতিই-এর কারণ।

ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে সঙ্গত কারণেই, কারণ একাল বিজ্ঞানের ও প্রকৌশল-প্রযুক্তির, যন্ত্রের, তার-বেতারের। সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য নয় শুধু, আকাশ-পাতাল দখলের, কাজে লাগানোর, জীবন-জীবিকার অবলম্বন করার কাঙ্ক্ষায় মানুষ দুস্তর সাধনা করে চলেছে। কাজেই যুগান্তরের সূচনা হয়েও গেছে ব্যবহারিক-প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় জীবনাচারে— অবশ্য এখনো অধিকাংশ মানুষ মানসিকভাবে সমসময়ে বাস করে না, তাদের কারো কারো মনোজগৎ সাড়েতিন, তিন, আড়াই, দুই, দেড় হাজার বছর আগেকার। সে অজ্ঞতার যাদু বিশ্বের, সর্ব প্রাণবাদের, অদৃশ্য অলীক অলৌকিক, লৌকিক ভূত-প্রেত-পিশাচ-অপ-উপদেবতার, নিয়তির, আসমানী শক্তির বিশ্বাসে-সংস্কারে ধারণায়-আচারে-আচরণে, ভাতে-চিন্তায়, কর্মে আস্থাবান মানুষের বন্ধ্যা গতানুগতিকতার খাঁচা বন্ধ অভ্যস্ত জীবনে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার সত্যাসত্য যাচাই-বাছাইয়ের আগ্রহ মাত্র জাগে না। কেন না তাতে রয়েছে পাপ-ভীতি, পারত্রিক অনন্ত জীবন তাদের কাছে স্বল্প বছরের ঐহিক জীবনের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব এবং অনিশ্চিত ভয়-ভরসার বিভীষিকাও আশ্বাসময়। এ সত্ত্বেও ওরা আধুনিক প্রতীচ্য বিজ্ঞান পড়ে, প্রকৌশল-প্রযুক্তি-চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-নির্মাণে আস্থা রাখে। কিন্তু বিজ্ঞানে তত্ত্বে ও তথ্যে আস্থা রাখে না— তাদের সেই শোনা ও শ্রুতিস্মৃতি রূপে লালিত শাস্ত্রিক-লৌকিক-অলৌকিক অলীক অদৃশ্য অপরীক্ষিত, অপর্যবেক্ষিত, অসমীক্ষিত, অনিরীক্ষিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞানে তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য মেলে না বলেই। বিস্ফোরণে বিশ্বসৃষ্ট-এ তত্ত্ব, এ তথ্য, এ সত্য কে গ্রহণ করবে? নভঃজগৎ প্রসারমান-প্রসৃত হবার জন্যে খালি জায়গা কোথায় পেল কে তা আগেই তৈরি করে রেখেছিল?— অজ্ঞ অবোধ বিজ্ঞানে আনাড়ি শাস্ত্রে অলীকে-অলৌকিকে অদৃশ্য নিয়ামক শক্তিকে বিশ্বাসী মানুষ বিজ্ঞানীর এ সব তথ্য মানবে কেন? তবু জীবিকা অর্জনের গরজে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যে পাঠ শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস না করলেও মুখস্থ করে, স্মৃতি-মগজে ধরে রাখে, পরীক্ষা পাস করে, চাকরি পায়।

তাই স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভিড় বাড়ছে, সবার ঠাঁই হচ্ছে না, নতুন নতুন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। বেসরকারী লোকের উদ্যোগে আয়োজনে ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও শিশুদের জন্যে যেমন বিদ্যালয় গজাচ্ছে শহরে শহরে, কোচিং-টিউটোরিয়াল বিদ্যালয় গড়ে উঠছে, তেমনি সরকারী অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এমন কি হাওয়াই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও চালু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামে সম্মানিত ও গৌরবে গর্বিত কিছু অনার্স পড়ানো কলেজও রয়েছে দেশে। এগুলোর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারের অনুমতি-অনুমোদনে। কিন্তু সত্য বলতে কি রাজনীতিক ফায়দা লক্ষ্যে যেখানে-সেখানে যেসব কলেজ স্থাপিত হয়েছিল আগের দিনে নির্বাচনে ভোট যোগাড় লক্ষ্যে, সেগুলোর অধিকাংশেরই কলেজে আবশ্যিক ও জরুরী গ্রন্থ-গ্রন্থাগার, যন্ত্রপাতি এবং প্রত্যাশিত গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার বিদ্বান-শিক্ষক তথা অধ্যাপক কচিৎ কেউ কেউ ছিলেন মাত্র। একই রাজনীতিক জনপ্রিয়তার গরজে বিভিন্ন সরকার স্কুল-কলেজগুলোকে সরকারী স্কুল-কলেজ রূপে গ্রহণ করে শিক্ষকের বেতন দেয়ার দায়িত্বই মুখ্যত গ্রহণ করে, ফলে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গ্রামীণ কলেজ প্রভৃতিতে শিক্ষার মান বাড়েনি। কমেছে নানা কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাল থাকে তো বেড়া থাকে না, চেয়ার থাকে তো টেবিল থাকে না, বোর্ডও থাকে না খড়ি প্রয়োগের মতো কালো, তা ছাড়া শিক্ষকরা সবাই সবদিন স্কুলে যান না, পালা করে যাওয়ার ব্যবস্থা নাকি থাকে কোথাও কোথাও। এগুলো শুনে বলছি এবং মিথ্যে বলে মানতেই চাই। আবার আজকাল চাকরি পেতেও না-কি লেনদেন করতে হয়, হাজার হোক দেশে একটা সরকার রয়েছে, সরকার কখনো আঁধা কানা-বোবা-বধির হয় না। কাজেই এসব নিশ্চয়ই ঘটনা নয়, রটনা মাত্র বলেই মানি। এবার কথা শেষ করি।

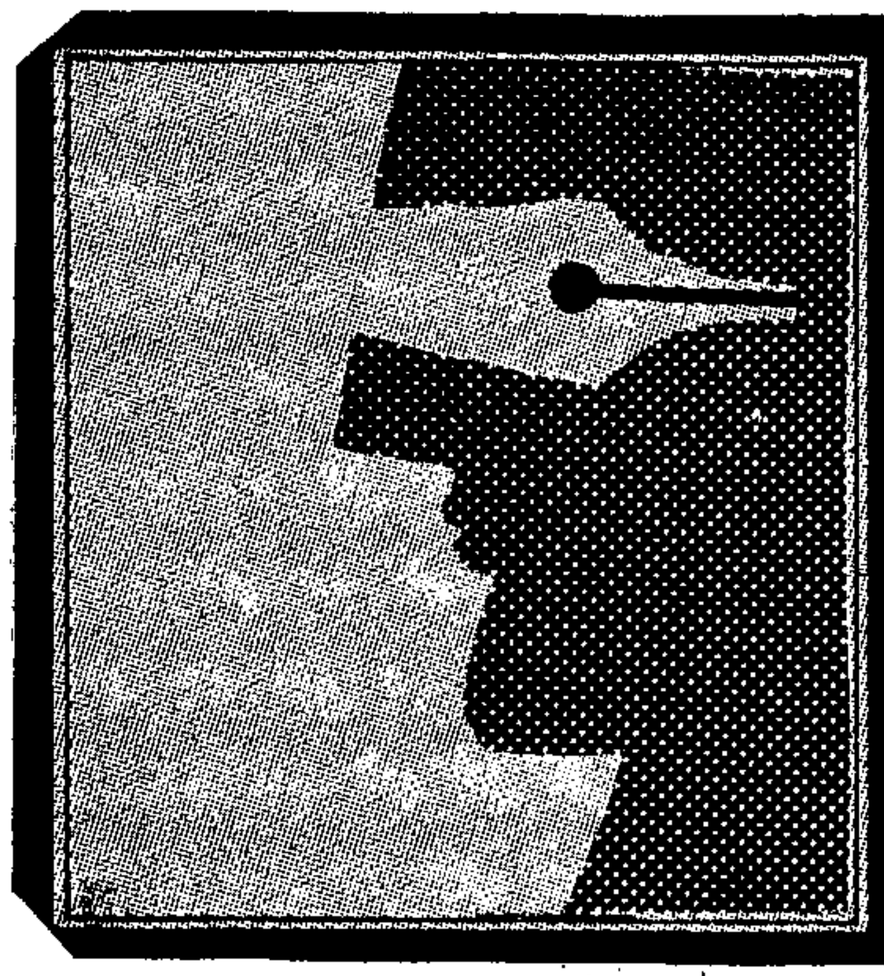

একই রাজনীতিক জনপ্রিয়তার গরজে বিভিন্ন সরকার স্কুল-কলেজগুলোকে সরকারী স্কুল-কলেজ রূপে গ্রহণ করে শিক্ষকের বেতন দেয়ার দায়িত্বই মুখ্যত গ্রহণ করে, ফলে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গ্রামীণ কলেজ প্রভৃতিতে শিক্ষার মান বাড়েনি। কমেছে নানা কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাল থাকে তো বেড়া থাকে না, চেয়ার থাকে তো টেবিল থাকে না।

শিক্ষার্থী বাড়বেই দ্রুত। কাজেই পূর্বতন প্রতি জেলা-শহরে যেমন চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, মাইজদিতে, পাবনায়, বগুড়ায়, রংপুরে, ফরিদপুরে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির আদলে ডাক্তারি, ইঞ্জিয়ারিং, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি পঠন-পাঠনের জন্যে জেলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হোক এবং ঢাকার রেসিডিনসিয়াল মডেল কলেজ বিলুপ্ত বা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ঢাকা শহরে একটা অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এ শিক্ষা বছর থেকেই জরুরী ভিত্তিতে চালু করা হোক। তা হলেই উচ্চাশী শিক্ষার্থীদের সমস্যা মিটবে।

আহমদ শরীফ ঃ প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, প্রাক্তন অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।